মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ দ্বাদশ | বর্ষঃ প্রথম | ডিসেম্বর ২০০৫

বাসে পরিবহনকালে ৩১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

গত ১৫ নভেম্বর রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম ঢাকার মিরপুরের কল্যাণপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩ হাজার ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ সময় ৬ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- মোঃ সানাউল্লাহ ওরফে সানা (৩২), মোঃ জামাল (৩১), মোঃ মিন্টু (১৮), সুমন হোসেন (২১), শাহীন হোসেন (২৮) ও বিল্লাল হোসেন (৩০)। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা জানতে পারেন যে, ঝিনাইদহ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য নিয়ে একটি বাস ঢাকার দিকে আসছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনার দিন গভীর রাতে কল্যাণপুর বিআরটিসি বাস ডিপোর সামনে অবস্থান নেয়। তাদের কাছে তথ্য ছিল রুট নামহীন একটি বাসে মাদকদ্রব্যগুলো আসছে। ভোরে ফরিদপুর-ব-২২৩ নম্বর বাসটি ডিপোর সামনে পৌছলে কর্মকর্তারা বাসটি আটক করে তল্লাশি চালায়। বাসটির গায়ে কোন রুটের নাম লেখা ছিলনা এবং বাসটিতে কোন যাত্রীও ছিলনা। তল্লাশিকালে টিম সদস্যরা বাসের পাটাতনের নিচে কাঠ ও স্টিল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি একটি বক্সের সন্ধান পান এবং ইহার মধ্যে থেকে ৩১০০ বোতল ফেনসিডিল (কোডিনের মিশ্রন) উদ্ধার করেন। তাদের কাছ থেকে নগদ ৯০ হাজার টাকা ও ২ টি মোবাইল সেটও উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থানা এলাকা থেকে উক্ত ফেনসিডিল তোলা হয়। এই ফেনসিডিল ঢাকার সায়েদাবাদে নামানোর কথা ছিল। গ্রেফতারকৃতরা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের সদস্য বলে জানা যায়। এসব ফেনসিডিল সায়েদাবাদ, স্বামীবাগ ও আশপাশের কয়েকটি স্পটে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হতো। ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্য এবং চোরাচালানকৃত অবৈধ পণ্য পরিবহনের জন্য বিশেষভাবে তৈরীকৃত চেম্বার/বক্স বিশিষ্ট বাস/কাভার্ড ভ্যান ইতিপূর্বেও অধিদপ্তরের বিভিন্ন টিমের হাতে আটক হয়েছে।

বাস থেকে উদ্ধারকৃত ৩১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতারকৃত ৬ মাদক ব্যবসায়ী

নভেম্বর/০৫ মাসের আলামত ভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

নভেম্বর/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। নভেম্বর/০৫ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬২৪ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৮০ জন। নভেম্বর মাসে অক্টোবর মাস অপেক্ষা মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৪৬ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ২৮ জন। অধিদপ্তরের নভেম্বর/০৫ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৯৪	১১৯	০.৮৩৮ কেজি
গাঁজা	১৮৯	১৮৭	৭৫.৯৯১ কেজি
গাঁজা গাছ	৫	৫	৪৬ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৯৭	২০৩	৩৪৩৫.৫ লিটার
বিদেশী মদ	১০	১০	১৮৩ বোতল
বিয়ার	৩	২	২৩ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	২৩	২৪	১৩৮.৩ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৬	৮	৬১ লিটার
ফেন্সিডিল	৭৪	৯৫	১০৮৩২ বোতল
ফেন্সিডিল	২	২	৭১.৫ লিটার
মৃতসঞ্জীবনী			৭ বোতল
তাড়ী(টোডি)	১০	১০	৫৪৭ লিটার
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	১	৩	৪ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৩	৪	২৪৪৫৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৫	৬	৭৬ এ্যাম্পুল
মুলি	১		১৫০ পিচ
এসেন্স			১ লিটার
মদের খালি বোতল	১	২	৬৩০ টি
নগদ অর্থ			১২৩০৩০ টাকা
প্রাইভেট কার			১ টি
সিএনজি			৫ টি
মোবাইল সেট			৫ টি
বাস			২ টি
মোট	৬২৪	৬৮০	

ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল কর্তৃক বিপুল ফেনসিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গত ১ নভেম্বর ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানাধীন হাসনাবাদ এলাকাস্থ কালা মিয়ার গরুর খামারের মাটির নিচে পোতা অবস্থায় ১০০২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার ও মোঃ নুর ইসলাম (৩২), মোঃ আব্দুল মান্নান (৪৫) ও হাছিনা (৪৫) কে গ্রেফতার, ১৯ নভেম্বর ঢাকা মহানগরীর টিটিপাড়া সুইপার কলোনীর সুড়ংগ থেকে ৭০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার এবং মোঃ মামুন হোসেন মাসুম গ্রেফতার এবং ২৫ নভেম্বর তারিখে ঢাকা মহানগরীর গোপীবাগ সুইপার কলোনীর সুড়ংগ থেকে ৩৫০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

নভেম্বর/০৫ মাসে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৩৯৬ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১২৩ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ২৭৩ জন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে নভেম্বর/০৫ মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাত ন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬০	১৫৫	২১৫	১৪৫	৭০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১	৪৬	৪৭	৩১	১৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৬২	৭১	১৩৩	৩৫	৯৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম		১	১		১
মোট	১২৩	২৭৩	৩৯৬	২১১	১৮৫

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশে এইচআইভি এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একজন বিদেশীর শরীরে ইহার উপস্থিতির মাধ্যমে। সে ১৯৮৬ সালের কথা। এর ৩ বছর পর একজন বাংলাদেশীর শরীরে এইচআইভি এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে। যদিও এইচআইভি ভাইরাসের বিস্তারের দিক থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশকে নিম্নপর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু এর বিস্তার যে হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে জরুরী ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে অচিরেই দেশ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। দেশে সর্বপ্রথম এইচআইভি 'র উপস্থিতি নিশ্চিত হবার পর থেকে ডিসেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৫৭ জন (১২৭ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা) এর দেহে এই ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। কেবলমাত্র ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০০ অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ৩১ জনের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। যা পূর্ববর্তী যেকোন বছরের চেয়ে বেশী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০১ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক ২০০০ সাল পর্যন্ত এদেশে বছরে এইডস সংক্রামনের সংখ্যা ছিল ১১০০ জন যা ২০০৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে বছরে ১৭০০ জনে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে দেশে পরিচালিত প্রথম সেরো-সার্ভিলেন্সে বিভিন্ন ডিটক্সিফিকেশন সেন্টারে আসা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে জরিপ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৯০ জনই একজনের ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ নিজের জন্য ব্যবহার করছে। এর ফলে একজন এইচআইভি আক্রান্ত মাদকাসক্তের ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ একজন এইচআইভিমুক্ত মাদকাসক্ত ব্যবহারের কারণে সেও এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবেই নিডেল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস প্রসার ঘটছে। পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যাক্তির মাধ্যমে ভাইরাস তার স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করছে। শুধু তাই নয়, তাদের ঔরসজাত সন্তানও এইচআইভি নিয়ে ভূমিষ্ট হচ্ছে। ফলে একটি নিস্পাপ শিশু পৃথিবীতে আসছেই এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। মোটকথা এইচআইভি এবং মাদকাসক্তি একে অন্যের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি জাতিকে মাদকমুক্ত রাখা সম্ভব হলে তাকে এইচআইভিমুক্ত রাখাও অনেকাংশে সহজ হবে। বিধায় জাতিকে এইচআইভি মুক্ত রাখতে আমাদের সকলের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, অপব্যবহার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

আইন-আদালত

নভেম্বর/০৫ মাসে মোট ২৩৫ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২৩ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১১২টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৩৮ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৪৩ জন। নভেম্বর/০৫ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৮৮১০ টি ।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	সেপ্টেম্বর/০৫ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫৬	৬২	১৯	৩৪	৪৪০৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৭	৪	৪	২৭২৬
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	৩	৩	১৯৪৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	৯	১২	৪৩৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৪	৪	১	১	৪৪৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৪১৯
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	০
৮	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬	৯	২	২	২২২৩
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৭১০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	০	০	৩৮৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	০	০	১	১	১৪৫৪
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৫১৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	১২২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০	০	০	০	৪৬
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	৩১০
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩	৩	১২	১৩	১৯৫২
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৬	৭	২৮	৩৫	৬৮২
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৯	১১	০	০	৯০৮
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	১	১	৬৪২
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০	০	৮৫
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	০	০	৬	৭	২৪৬
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	০	০	৬৫
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	০	০	১	১	২৮৮০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪	৫	৪	৪	১২৯৩
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	৩	৩	১০৩২
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	১০	১১	১৪২৯
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১১	১৩	৭	১০	১২০২
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	১	১	২৪৫
	সর্বমোটঃ	১২৩	১৩৮	১১২	১৪৩	২৮৮১০

নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন উপ-অঞ্চল নভেম্বর/০৫ মাসের প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ৮ টি।
২. মাইকিং- ২৭ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৫ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৩৪৯ টি।
৫. সেমিনার ও ওয়ার্কশপ- ৯ টি।
৬. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ৩ টি।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর হতে ২৫ নভেম্বর তারিখে ১৭৫ গ্রাম হেরোইনসহ আটকৃত বাম থেকে রাবিয়া, আলেয়া, রিনা, রেহানা ও সালেহা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নভেম্বর/০৫ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৪	৮৯
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৫৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১০	১১
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৩৭
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	৯
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৪	৪৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৫	১৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৪	১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৯	৩২
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৪	২৯
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৭
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৪
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮২	৯৬
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৯	২২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	২০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৩	৩৬
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	৩১
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১৪
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬২৪	৬৮০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।